হর্ষ দত্ত ও একটি ফুলের নাম!

কোলকাতা থেকে ৭০ বছরের ও বেশী সময় ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা, দেশ। তারই বর্তমান সম্পাদক হর্ষ দত্ত সম্প্রতি সিডনী এসেছিলেন আনন্দধারা'র আমন্ত্রণে। আনন্দধারা'র কর্ণধার শ্রীমন্ত মুখার্জী, তার সম্মানে গত ২৭শে মার্চ ২০১০ সন্ধ্যায় এপিং ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ হলে আয়োজন করেছিলেন একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। হর্ষ দত্ত মঞ্চে এলেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি অষ্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করে বললেন, 'এখানে আসার সময় দেখলাম গাছে গাছে কি চমৎকার রাশি রাশি বেগুনী ফুল ফুটে রয়েছে, কি নাম ফুলটার?' আমরা হল ভর্তি মানুষ চুপ করে বসে রইলাম।

খুব ব্যাতিক্রমধর্মী এই গাছ। সব গাছের ফুল ফোটে বসন্তে। কিন্তু এ গাছ তার ফুল ফোটায় শরৎকালে। অন্য গাছেরা যখন পাতা ঝরার দিন গুনছে তখন এ গাছের যেন বসন্ত কাল। ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় তার ডালপালা। আমার নিজের বাড়ির সামনেও গাছটা আছে। এভাবে ধরা পড়বো জানলে নামটা জেনে রাখতাম। এপার বা ওপার বাংলার কেউ যদি কৃষ্ণচুড়া না চেনে তাকে কি ঠিক বাঙালী বলা যায়? আমার অষ্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব অটুট থাকবে কিনা তা নিয়ে নিজের মনেই সংশয় দেখা দিল। পরদিন অপিসে যাবার সময় ও গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম। সহকর্মীকে দেখাতেই জানা গেল নামটা। ওর নাম এলস্টনভিল বা এলস্টনভিলিয়া। ধন্যবাদ হর্ষ দত্ত। একটি ফুলের নাম শিখিয়ে প্রকৃতির সাথে আমাদের সম্পর্ক আরেকটু নিবিড় করে দিলেন আপনি। বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন – আনিসুর রহমান

anisur57@gmail.com